ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ রহমত উল্লাহকে পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৬ মার্চ ২০১১ দুপুর ১২.০০টার দিকে ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ থানার পুলিশ সদস্যরা শাহবাগ মোড় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র মোঃ রহমত উল্লাহ (২০)কে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে রহমত উল্লাহর পরিবার।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- রহমত উল্লাহর আত্মীয়স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ রহমত উল্লাহ

মোঃ জাহিদ হাসান (১৭), রহমত উল্লাহর ভাই

মোঃ জাহিদ হাসান অধিকারকে জানান, তাঁদের গ্রামের বাড়ী নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার ধুকুন্দির চর গ্রামে। রহমত উল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে সংগঠনের কাজ করছিলেন। কিন্তু সংগঠনের তালিকায় রহমতের কোন নাম ছিল না।

৬ মার্চ ২০১১ সকাল ১০.০০টার দিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ৪৩১ নম্বর কক্ষে রহমত উল্লাহর সঙ্গে দেখা করেন। সকাল ১১.০০টার দিকে তিনি ঢাকার সাভারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে শাহবাগ থানার সামনের মোড়ে যান। একই সময় রহমত উল্লাহ এফ রহমান হলের দিকে চলে যান। তিনি দেখতে পান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুমানিক ৫০০জন ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে থানার মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। এসময় ছাত্ররা রেদোয়ান হত্যার বিচার চাই বলে স্লোগান দিচ্ছিল, ততক্ষণে থানা থেকে পুলিশ সদস্যরা বের হয়ে মিছিলে বাধা দেয়, যাতে ছাত্রদের মিছিলটি মেইন রাস্তায় না যেতে পারে। পুলিশ সদস্যরা মিছিলে বাধা দেওয়ায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রাস্তা অবরোধ করে এবং গাড়ী ভাংচুর করতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে

ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এ দৃশ্য দেখে রহমতের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন জাহিদ। রহমত উল্লাহ তাঁকে জানান, তিনি মিছিলে যাননি। তখন তিনি সেখান থেকে চলে যান।

৬ মার্চ ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে মোবাইল ফোনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছ থেকে জানতে পারেন, সকালে শাহবাগ মোড়ে ছাত্রদের গাড়ী ভাংচুরের ঘটনায় রহমতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

তিনি ৭ মার্চ ২০১১ সকাল ১০.০০টার দিকে শাহবাগ থানায় যান। থানায় গিয়ে জানতে পারেন, থানা পুলিশ বাদী হয়ে রহমতের নামে একটি মামলা দায়ের করেছে। রহমত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন। তিনি কারাগারে গিয়ে রহমতের সঙ্গে দেখা করেন। রহমত তাঁকে জানান, ৬ মার্চ যখন ছাত্ররা মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ে রহমত থানার সামনে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছিলেন। পুলিশ সদস্যরা ধাওয়া করলে ছাত্ররা পালিয়ে যায়। কিন্তু রহমত সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর রহমতকে নির্যাতন করা হয় বলে তিনি জানান। শাহবাগ থানা হাজতে আটক রাখা অবস্থায় পুলিশ সদস্যরা রহমতের হাতে, পায়ে, পিঠে ও মাথার পেছনে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে এবং বুট জুতা দিয়ে মাড়িয়েছে। রহমত কারাগারের ভেতর থেকে ক্ষত স্থানগুলো দেখান এবং জানান যে, পুলিশ সদস্যরা নির্যাতন করে তাঁর ডান বাহু ভেঙ্গে ফেলেছে।

জাহিদ হাসান অধিকারকে বলেন, বিনা অপরাধে রহমতকে পুলিশ সদস্যরা মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে নির্যাতন করেছে। তিনি এ নির্যাতনের বিচার দাবী করেন।

মোঃ জোবায়ের আহম্মেদ, ছাত্র, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোঃ জোবায়ের আহম্মেদ অধিকারকে বলেন, ৬ মার্চ ২০১১ সকাল ১০.০০টার দিকে ছাত্রলীগের এফ রহমান হলের নেতাকর্মীরা কলা ভবনের সামনে একটি মিটিং করেন। সে মিটিং এ আলোচনা হয় যে, ৫ মার্চ ২০১১ বাস শ্রমিকরা মতিঝিল চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের চুড়ান্ত বর্ষের ছাত্র রেদোয়ানকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। অথচ এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। রেদোয়ানের লাশ ক্যাম্পাসে আনার চেষ্টা করা হলে পুলিশ লাশটি কৌশলে বরিশাল জেলার পলাশপুর ইউনিয়নের ভান্ডারিয়ায় গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। মিটিং এ আরো আলোচনা হয় যে, ছাত্ররা রেদোয়ানের জানাযা পড়বে এবং হত্যার বিচার দাবী করবে। এই আলোচনার ভিত্তিতে মিটিং শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ছাত্ররা শাহবাগ মোড়ে যায়। কিন্তু অতি উৎসাহী পুলিশ সদস্যরা ক্যাম্পাসের সড়কের মধ্যে ঢুকে ছাত্রদের লক্ষ্য করে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। যার কারণে ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে রাস্তায় গাড়ী অবরোধ করে এবং কয়েকটি গাড়ীও ভাংচুর করে। ঘটনা থেমে যাওয়ার পর দুপুর ১২.০০টার দিকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের রহমত উল্লাহ রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকলে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি বলেন, বিকালের দিকে ছাত্রদের কাছ থেকে রহমতকে গ্রেপ্তার করার খবর পেয়ে তিনি শাহবাগ থানায় যান। থানা হাজতে গিয়ে দেখা করার সময় রহমত তাঁকে জানান, পুলিশ সদস্যরা লাঠি দিয়ে তাঁর সারা শরীরে পিটিয়েছে এবং রহমতের ডান বাহু ভেঙ্গে গেছে।

পরে পুলিশ সদস্যরা রহমতকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। তিনি রহমতের ওপর পুলিশি নির্যাতনের বিচার দাবী করেন।

মোঃ শাওন, ছাত্র, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মোঃ শাওন অধিকারকে বলেন, ৬ মার্চ ২০১১ সকাল ১১.০০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রেদোয়ান হত্যার বিচারের দাবীতে ছাত্রলীগ সর্মথিত কর্মীরা একটি মিটিং করে এবং মিটিং শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি শাহবাগ মোড়ের দিকে যেতে থাকে। মিছিলটি মোড়ে যাওয়ার আগেই পুলিশ সদস্যরা মিছিলে বাধা দেয়। এতে ছাত্ররা আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ সদস্যরা ছাত্রদের ওপর চড়াও হওয়ায় ছাত্ররা গাড়ী ভাংচুর করে। পুলিশের ধাওয়ায় ছাত্ররা সবাই পালিয়ে গেলেও শাহবাগ থানা পুলিশ রহমতকে রাস্তা থেকে আটক করে। এসময় পুলিশ সদস্যরা রহমতকে রাস্তার মধ্যে ফেলেই বেদম ভাবে পেটায়। রহমতকে থানা হাজতে আটক রাখলে তিনি এবং জোবায়ের আরো কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে শাহবাগ থানায় যান। থানায় গিয়ে তিনি জানতে পারেন, গাড়ী ভাংচুরের ঘটনায় এক পুলিশ সদস্য বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছে। সেই মামলায় রহমতকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তিনি পুলিশ সদস্যদের কাছ থেকে জানতে পারেন, রহমত পালাতে গিয়ে সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন। তাই রহমতকে হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এনে থানা হাজতে রাখা হয়েছে।

শাওন জানান, ৭ মার্চ ২০১১ তিনি আদালতে যান এবং এ্যাডভোকেট সানাউল্লাহকে মামলাটি শুনানির জন্যে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, গাড়ী ভাংচুর করেছে প্রায় ৫০০জন ছাত্র, কিন্তু পুলিশ আর কাউকে না পেয়ে রহমতকে গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করেছে। তিনি রহমত উল্লাহর মুক্তি এবং ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবী করেন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম (৩৯), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ আমিনুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ৬ মার্চ ২০১১ সকাল ১১.০০টার দিকে তিনি শাহবাগ মোড়ে শেফালী ফুল ঘর নামে নিজের দোকানে কাজ করছিলেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে মোড়ের দিকে এগিয়ে যায়। ছাত্রদের হাতে ছিল বাঁশের লাঠি, ব্যাট, লোহার রড এবং ইট পাটকেল। মিছিলে ছাত্ররা বলছিল রেদোয়ান হত্যার বিচার চাই। মিছিলটি মূল রাস্তায় আসতেই রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা রাস্তায় থাকা যানবাহন গুলো ভাংচুর শুরু করে। পরে পুলিশ সদস্যরা এসে ভাংচুর না করার জন্যে ছাত্রদের অনুরোধ করে। কিন্তু ছাত্ররা পুলিশ সদস্যদের কথা না শোনায় পুলিশ সদস্যরা টিয়ারশেল ছোঁড়ে। শুরু হয় ছাত্র-পুলিশের মধ্যে সংর্ঘষ। প্রায় এক ঘন্টা সংঘর্ষ চলে। পরে পরিস্থিতি শান্ত হলে শুনতে পান, পুলিশের হাতে ছাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে। এর বাইরে তিনি আর কিছু জানেন না বলে জানান।

ইকবাল আহম্মেদ, শিক্ষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইকবাল আহম্মেদ অধিকারকে বলেন, তিনি ছাত্রদের কাছে জানতে পারেন, তাঁর বিভাগের ছাত্র রহমত উল্লাহকে ৬ মার্চ ২০১১ শাহবাগ থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

রহমত উল্লাহ অনাবাসিক ছাত্র হলেও ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে সংগঠন করায় সে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ৪৩১ নম্বর কক্ষে থাকতো। ছাত্রলীগের সংগঠনে তার কোন পদ না থাকলেও কর্মী হিসেবে কাজ করতো। তিনি বলেন, তিনি ছাত্রদের কাছ থেকে শুনেছেন গ্রেপ্তারের পর রহমত উল্লাহর ওপর পুলিশ নির্যাতন করেছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে বলে তিনি জানান।

এসআই শেখ মুহসীন আলম, শাহবাগ থানা, ঢাকা

এসআই শেখ মুহসীন আলম অধিকারকে জানান, শাহবাগ থানার জেনারেল ডায়রী নম্বর ৩১৪ মূলে ২৪ জন পুলিশ সদস্য নিয়ে ৬ মার্চ ২০১১ শাহবাগ মোড়ে আইনশৃংখলা রক্ষার ডিউটি করছিলেন। সকাল ১১.০০টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০০/১৫০ জন ছাত্র মিছিল আকারে লাঠিসোঠা, ইটপাটকেল, লোহার রড নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে শাহবাগ মোড়ের দিকে এসে গাড়ী ভাংচুর করে। তিনি পুলিশ সদস্যদের নিয়ে গাড়ী ভাংচুর না করার জন্যে তাদের বলেন এবং এরপর জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তার জন্যে ছাত্রদের বাধা দেন। এ কারণে ছাত্ররা তাঁদের ওপর ইট পাটকেল ছুড়ঁতে থাকে এবং সরকারী দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়। এতে প্রায় ১৫জন পুলিশ সদস্য আহত হন। ছাত্রদের ইটের আঘাতে কনস্টেবল লুৎফর রহমানের ঢাল ভেঙ্গে যায়। একজন ছাত্র লোহার রড দিয়ে মোঃ তাইজুদ্দিন নামে এক আনসার সদস্যের মাথায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ছাত্ররা পুলিশের রেকারসহ ৫০/৬০টি যানবাহন ভাংচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ সদস্যরা তিন রাউন্ড টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে। তিনি বলেন, একজন ছাত্র ইটিসি পরিবহনের (ঢাকা মেট্রো-জ-১৪-১৬৩২) বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাসে আগুন দেয়ার সময় হাতে নাতে পুলিশ সদস্যরা ওই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ওই ছাত্র জানায়, তার নাম রহমত উল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, রহমত উল্লাহকে গ্রেপ্তারের সময় ধস্তাধস্তিতে সে সামান্য আহত হয়। তিনি রহমতকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থানায় নিয়ে যান। তিনি বাদী হয়ে রহমত উল্লাহসহ ১০০/১৫০জনকে আসামী করে রাত ১০.৪৫টায় শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নম্বর ১৩; তারিখঃ ৬/০৩/২০১১। ধারাঃ আইনশৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০০৮) এর ৪(১)/৫। সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃংখলা ভঙ্গ করার অপরাধ। এসআই আক্তার হোসেনকে এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রহমতকে গ্রেপ্তার করার পর কোন রকমের নির্যাতন করা হয়নি বলে তিনি দাবী করেন।

এসআই আক্তার হেসেন, শাহবাগ থানা, ঢাকা

এসআই আক্তার হোসেন অধিকারকে জানান, ৬/৩/২০১১ তারিখের এসআই শেখ মুহসীন আলমের দায়েরকৃত ১৩ নম্বর মামলাটি তিনি তদন্ত করছেন। মামলাটি তদন্তাধীন থাকায় তিনি কিছু বলতে রাজি হননি।

রহমতের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে ৫ মে ২০১১ রহমতের ভাই মোঃ জাহিদ হাসান অধিকারকে জানান, রহমত তখনও কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন, আদালত থেকে জামিন করানো সম্ভব হয়নি।

এছাড়া রহমতের চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

অধিকার এই নির্যাতনের ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে অধিকার রেদোয়ান হত্যারও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানাচ্ছে এবং রেদোয়ান হত্যার ঘটনার প্রেক্ষিতে সাধারণ যানবাহনের ওপর হামলারও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-